শিক্ষক দিবসের ভাষণ

সম্মানিত প্রধান অতিথি, উপস্থিত সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ এবং আমার প্রিয় সহপাঠীবৃন্দ,

আপনারা সবাই জানেন যে আজ আমরা শিক্ষক দিবস উদযাপন করতে এখানে জড়ো হয়েছি। শিক্ষক দিবস 5 ই সেপ্টেম্বর পালিত হয় এবং আজ আমাদের প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতি এবং রাষ্ট্রপতি ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের জন্মদিন ছিল। আর তার স্মরণে আমরা শিক্ষক দিবসও পালন করি। সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন জি একটি খুব ভাল কথা বলেছিলেন 'পুরো বিশ্ব একটি স্কুল' যেখানে আমরা নতুন কিছু শিখি। আমাদের শিক্ষকরা শুধু আমাদের শেখান না, আমাদের ভালো-মন্দের পার্থক্যও বোঝান। তিনি যা বলেছিলেন তা দেখায় যে শিক্ষকরা আমাদের জীবনে কত বড় অবদান রাখেন এবং আমরা শিক্ষকদের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখতে পারি। আসুন আমরা আপনাকে বলি যে ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন রাষ্ট্রপতি হওয়ার আগে একজন বিখ্যাত শিক্ষক ছিলেন।

তাহলে এবার আলোচনা করা যাক কবে থেকে কিভাবে শুরু হলো শিক্ষক দিবস?

ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান 13 মে 1962 সালে ভারতের দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি হন এবং এই বছরের 5 সেপ্টেম্বর তাঁর জন্মদিন উপলক্ষে তাঁর কিছু বন্ধু এবং ছাত্র তাঁকে তাঁর জন্মদিন উদযাপন করতে বলেন, তখন রাষ্ট্রপতি বলেছিলেন যে আপনি যদি আমার জন্মদিন উদযাপন করেন? একজন শিক্ষক হিসেবে আমি খুব গর্বিত বোধ করব যদি আমরা শিক্ষক দিবসকে সম্মানের চিহ্ন হিসেবে পালন করি। তার কথাকে সবাই সম্মান করে এবং প্রতি বছর ৫ সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবস পালনের সিদ্ধান্ত নেয়। কারণ ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন জি একজন মহান শিক্ষক ছিলেন এবং তিনি শিক্ষকদের সম্মান জানাতে এই শিক্ষক দিবসের সূচনা করেছিলেন এবং তাঁর প্রচেষ্টার মাধ্যমে তিনি মানুষকে বলেছিলেন যে একজন ছাত্রের জীবনে একজন শিক্ষক কতটা গুরুত্বপূর্ণ এবং একজন শিক্ষক আমাদের জীবনে কতটা গুরুত্বপূর্ণ। কী গুরুত্বপূর্ণ। জীবনে. কবির দাস জী তাঁর এক দম্পতিতে বলেছেন যে "আমি সারা পৃথিবীতে কাজ করব, আমি লিখব সমস্ত বনে, আমি লিখব সাত সমুদ্রের উপরে, গুরুর গুণ লিখতে হবে না।" সমগ্র পৃথিবীকে যদি কাগজ মনে করা হয়, বন কাঠের কলম হয় এবং সাত সমুদ্র কালি হয়, তবুও আমরা আমাদের গুরুর গুণাবলী লিখতে পারি না। আমাদের জীবনে আমাদের গুরুর মহিমা সর্বদা অসীম, গুরুর জ্ঞান আমাদের জন্য সর্বদা সীমাহীন এবং অমূল্য। গুরুর মহিমা ভাষায় বর্ণনা করা খুবই কঠিন। শিক্ষকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার সর্বোত্তম এবং সত্য উপায় হল তাদের সম্মান করা।

আমাদের বাবা-মা আমাদের জন্ম দেন, কিন্তু শিক্ষকরা আমাদের সঠিক এবং ভুলের মধ্যে পার্থক্য করতে শেখায় এবং চরিত্র গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কারণ শিক্ষকের নির্দেশনা ছাড়া

আমাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হতে পারে না। এ কারণেই বলা হয় একজন শিক্ষকের অবস্থান পিতামাতার চেয়ে উচ্চতর। আমাদের জীবনে যেমন খাদ্যের প্রয়োজন, ঠিক তেমনি আমাদেরও এগিয়ে যেতে এবং উচ্চতা অর্জনের জন্য একজন শিক্ষকের প্রয়োজন। একজন শিক্ষক নিঃস্বার্থভাবে শিক্ষা দেন এবং আমাদের ভেতরের মন্দগুলো দূর করে আমাদের একজন ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে তোলেন।

গুরুর মহিমা বর্ণনা করতে গিয়ে কবির দাস জী বলেছেন- "গুরু গোবিন্দ দৌ খাদে, কাকে লাগু পে বলিহারি গুরু আপনে, গোবিন্দ দিয়ো বাতায়" অর্থাৎ যে কোনো সময় জীবনে এমন পরিস্থিতি আসে যখন গুরু ও ঈশ্বর। দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় প্রথমে কাকে প্রণাম করা উচিত – গুরুর কাছে নাকি গোবিন্দের কাছে? এমতাবস্থায় গুরুর চরণে প্রণাম করাই উত্তম, কৃপায় আমি গোবিন্দকে দেখার সৌভাগ্য পেয়েছি।

পরিশেষে, আমি আমার কথার আকারে আপনাদের কাছে শুধু এটুকুই বলতে চাই যে, একজন শিক্ষক হচ্ছেন এক মহান প্রদীপ, যা নিজে জ্বালিয়ে অন্যকেও আলোকিত করে, তাই প্রত্যেকের উচিত তাদের নিষ্ঠা ও পরিশ্রমকে সম্মান করা এবং তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।

শিক্ষক দিবসে আমার সকল শিক্ষকদের অনেক অনেক অভিনন্দন।

ধন্যবাদ.....